B.A 3rd Sem

Sub- BENGALI (Major) Paper : 3016

বাংলার লোকসাহিত্য : আশুতোষ ভট্টাচার্য

Unit 1

প্রশ্ন : লোককথা কাকে বলে ? উদাহরণ সহ এর বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

লোককথা : গল্প শোনার আগ্রহ এবং গল্প বলার রীতি পৃথিবীর সমস্ত দেশে দেখতে পাওয়া যায়। লোক সমাজের সাধারণ স্তরে গল্প শোনার এবং গল্প বলার পৃথক স্টাইল আছে। তার উপর ভিত্তি করে সেই সমাজের লৌকিক কথাসাহিত্য গড়ে উঠেছে। সেই সাহিত্য গদ্য এবং পদ্য দুটি রূপেই বিস্তার লাভ করেছে। পদ্য রূপে প্রকাশ পেলে তাকে বলে গীতিকা এবং গদ্য রূপে প্রকাশ পেলে তাকে ইংরাজিতে বলে folk-tale, বাংলায় বলে লোককথা।

লোককথার বৈশিষ্ট্য :

ক) শ্রুতি পরম্পরায় যে সমস্ত বিষয়বস্তু চলে আসছে, তাই হবে লোককথার উপকরণ। কোনো ধরনের মৌলিক বিষয় লোককথার উপজীব্য হতে পারবে না।

খ) আপাত দৃষ্টিতে কতকগুলি অবাস্তব গালগল্প মনে হলেও লোককথার মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত সার্বজনীন আবেদন থাকে।

গ) লোককথায় কল্পনার উদ্দাম বিস্তৃতি নাই। লোককথা পাঠ করলে সেই ঘটনা বা কাহিনি পাঠকের নিজস্ব ঘটনা বা কাহিনি বলে মনে হয়।

ঘ) কোন কোন লোককথা অনেক বেশি রোমান্স ধর্মী হয়। কল্পনার স্বপ্ন রাজ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে।--- ইংরাজিতে তাকে বলে fairy tale বাংলায় বলে

RITA DEY

রূপকথা। যেমন,--- 'সিণ্ডেরিলা', 'মধুমালা', 'কাজলরেখা', 'ঠাকুরমার ঝুলি'---- ইত্যাদি।

ঙ) নীতি প্রচার করার জন্যও লোক কথা রচিত হয়েছে।

চ) কোন কোন লোককথায় ছোট খাট অসঙ্গতি ইত্যাদিকে নিয়ে কৌতুক রস সৃষ্টিও পরিলক্ষিত হয়।

ছ) লোককথার কোন জাতি বা ধর্ম নেই। লোককথায় হিন্দুর লোককথা বা মুসলমানের লোককথা বলেও কিছু নেই।

জ) লোককথা গদ্যে রচিত হয় বলে এটি দেশ-দেশান্তরে খুব সহজেই প্রচার লাভ করে।

ঝ) বিভিন্ন ধরনের পশু, পাখি চরিত্রের মধ্য দিয়ে লোককথা বর্ণিত হয়। এই পশু, পাখিগুলি পুরো পৃথিবীর পরিচিত পশু, পাখি হয়। যেমন,--- শৃগাল, খরগোশ, কচ্ছপ, কাক ইত্যাদি। বাংলায় পশু, পাখি চরিত্র নিয়ে লেখা 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশ'--- ইত্যাদি গ্রন্থের কথা এই প্রসঙ্গে বলা যায়।

ঞ) অনেক লোককথায় নিয়তি বা অদৃষ্টের একটা বিশেষ স্থান আছে। যেমন, 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র 'কাজলরেখা' পালায় অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস দেখতে পাওয়া যায়।

ট) লোককথা সজীব শিল্প। যেমন,--- উদাহরণ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন যে, 'এক যে ছিল রাজা' বলার সঙ্গে সঙ্গেই গল্পের জন্ম হয়ে গল্প এগিয়ে যেতে থাকে। তিনি সেই কাহিনিটাকে উপভোগ করতেন,--- কোন্ রাজা, কোথাকার রাজা ইত্যাদি ঐতিহাসিক প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য প্রশ্ন করে গল্পের প্রবহমানতাকে নষ্ট করতেন না বালক রবীন্দ্রনাথ।

RITA DEY

ঠ) লোককথার বিস্তৃতি অসীম। কিন্তু লোককথা কোন এক স্থানের ব্যক্তি বিশেষের রস বোধের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়। রচয়িতার থেকে তার সমাজ, সেই সমাজ থেকে ধীরে ধীরে দেশ দেশান্তরে বিস্তৃতি লাভ করে।

ড) লোককথার উদ্দিষ্ট (motife) বিষয় লোককথার প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ। লোককথা দেশ-বিদেশে বিস্তৃতি লাভ করার পর তার উদ্দিষ্ট বিষয় একই থাকে, কিন্তু বাকি বহিরঙ্গীয় গঠন ইত্যাদির বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন হয়ে তাদের নিজস্ব সামাজিক বস্তুতে পরিণত হয়।

ঢ) পুনরাবৃত্তির রীতি লোকসাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। লোককথায়ও তা দেখতে পাওয়া যায়।

ণ) লোককথার থেকে প্রেরণা লাভ করে উচ্চতর কোটীর সাহিত্য সৃষ্টি হতে দেখা যায়। যেমন,--- 'কীর্তিবিলাস' নাটকটি একটি রূপকথা অবলম্বন করেই লেখা হয়েছিল।

ত) লোককথার রাজার সঙ্গে ঐতিহাসিক যুগের এবং ইতিহাসের রাজার কোন সম্পর্ক থাকে না।

থ) লোককথার রাজার রাজত্বে কন্যা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, পুত্র নয়।

দ) লোককথার কন্যার বিয়েতে জাতিভেদের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় না। ঘুম থেকে উঠে যাকে দেখতে পাবেন তার সঙ্গেই কন্যার বিয়ে দেবেন---- লোককথার রাজকুমারীর পিতা এইধরনের ঘোষণা করে কন্যার বিয়ে দিতে পারেন। সেই বিয়েতে জাতপাত ধরনের কোন সামাজিক বাধা নেই।

ধ) লোককথায় বিশেষ করে রূপকথায় ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, ওঝা ইত্যাদি।

RITA DEY

ন) সামাজিক নিষেধাজ্ঞার প্রাধান্য লোককথায় দেখতে পাওয়া যায়। যেমন,--- মনসার ব্রত কথায় দেবী মনসা সদাগরের পুত্রবধূকে দক্ষিণ দিকে তাকাতে নিষেধ করেছিলেন। সেই কথা অমান্য করায় তাকে স্বর্গ থেকে নির্বাসিত এবং নাগদের অপ্রিয় হতে হয়।

প) লোককথায় মানুষ বা অন্য প্রাণীর আত্মা দেহ থেকে বেরিয়ে ইচ্ছে মতো ঘুরতে পারে।

ফ) লোককথায় বর্ণিত মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের কাঠামো গুরুত্বপূর্ণ। ---- ইত্যাদি।

.....

RITA DEY